তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

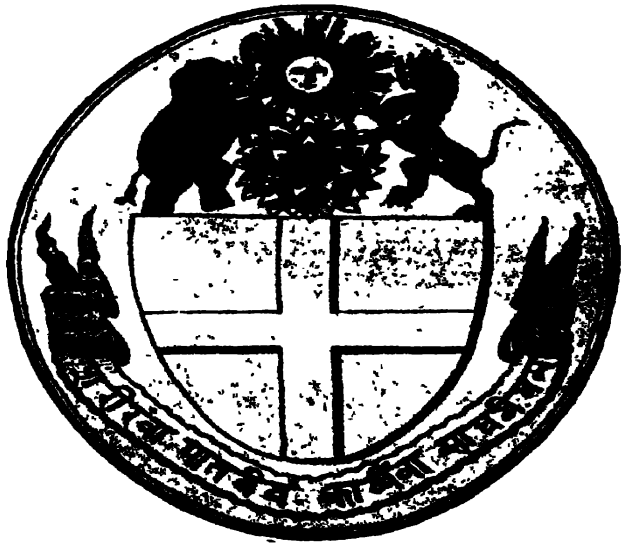

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ফাল্গুন, ১৩৪৭

মূল্য এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩·২—৭।৩।১৯৪১

ভূমিকা

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্ত্তমান শতাব্দীর)" আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

> আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সেই গ্রন্থ। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' সমবেত ভাবে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একা 'তিলোত্তমাসম্ভব' সেই পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ষু হইয়া আসিয়াছিল; 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের আদর্শে এই নূতন ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার ইতিহাস কৌতুককর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে'র (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি'র ১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িত্ব লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত

হওয়াতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "*Ratnavali*." Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই"।

"Oh !" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a

more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses ?" "Like them ?" said I, "why they are simply charming ; you have won the bet and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original

Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rinecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the *pose* or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head.

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যতীন্দ্র-মোহন যখন বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তখন মধুসূদন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, "বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা।" বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য্য ও শব্দ-সম্পদই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৫৯ জুলাই-আগস্ট; ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৭ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালা কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। আখ্যা-পত্রটি বর্ত্তমান সংস্করণের "পাঠভেদ" বিভাগে ১০৫ পৃষ্ঠায় হুবহু মুদ্রিত হইল। সমগ্র প্রথম সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১০৫-১৯২)। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধুসূদনের জীবিতকালে এই কাব্যের আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন—

> I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first. 'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮২-৮৩।
>
> [তিলোত্তমার একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্কারের চেষ্টায় আছি। অনেক স্থলে ছন্দের ত্রুটি নজরে পড়িতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতি দিনই বাড়িতেছে। টীকা-সম্বলিত একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাঠ ঠিক হউক।]
>
> ...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৯১।
>
> [তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি; তোমাকে যদি খাঁটি সত্য বলি তাহা হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের রচনা বহু স্থলে অত্যন্ত কাঁচা মনে হইতেছে। অপ্সরীকে একেবারে ঢালিয়া সাজিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না।

* যতীন্দ্রমোহন ভুল করিয়া ষ্ট্যানহোপ প্রেস লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৫২৫।

[তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি সাহিত্যের দিক্ দিয়া প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, রচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তুমি শীঘ্রই এক খণ্ড বই পাইবে।]

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন আবার নূতন করিয়া 'তিলোত্তমাসম্ভব' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ; দুই একটি স্থলে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা চুঁচুড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল "১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০" দেওয়া আছে।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপির মালিক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্যে ইহা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। জীবন-চরিত, পৃ. ২৮৩-৮৫ ও 'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫০-১৫২ দ্রষ্টব্য।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নূতন ছন্দ ও নূতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের

নিজের ধারণা ও সেকালের বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed (for I am as poor as a good poet ought to be!), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other?

—পৃ. ৩০৯-১৫।

২। ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe.

you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.—পৃ. ৩১৭-২০।

৩। ২২ মে ১৮৬০ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud

to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—পৃ. ২৬৩-৬৪।

৪। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে *—

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description, compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon ?"—পৃ. ২৯৩।

৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে—

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition ; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

The farce [একেই কি বলে সভ্যতা] is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

* নগেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রখানি রাজনারায়ণ কর্তৃক মধুসূদনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৩৭-৩৮।

...poor fellow! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!—পৃ. ২৪৪-৪৫।

৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—পৃ. ৩১০-২২।

৭। ১৪ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Naram Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—পৃ. ৩২৪-২৫।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more

conspicuously before the reader, but I did not like to entail a a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me....

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of ill-nature on the part of——has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়'নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of.—পৃ. ৩২৮-২৯।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work [মেঘনাদবধ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—পৃ. ৩৩০।

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

...Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha ? I suppose you have. It is kind.—পৃ, ৩৩২।

১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

...I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result ? Lameness !

...Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of

verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a more mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them! —পৃ. ৪৫৪-৫৬।

১২। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaya*" I say "Sub Blank verse ho jaga." I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular: he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুতরিপু,
বজ্রী!"—তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।" মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।"—তিলো—৪।

"আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।"—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me some time ago, they are welcome to this explanation. —পৃ. ৪৭৩-৭৫।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.—either reads or can appreciate Milton ; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

...Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country !"—পৃ. ৪৭৭-৭৮।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হইলে পর সেকালের সাময়িক-পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে 'সোমপ্রকাশে' পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণের, 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এবং *Indian Field*-এ রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নূতনবিধ পদ্যে এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। আমরা ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম গ্রন্থকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থ নূতনবিধ পদ্যে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই দুই কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিচ্ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য অন্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সমুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্‌রূপে তাহার হস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেরূপ নূতনবিধ উন্নত পদ্যের সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুরূপ বিষয়টি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই। —'সোমপ্রকাশ,' ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪৯।

…কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে পারি; তাহাতে

আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
কবণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ॥

এস্থলে চতুর্থ পাদের "ন বিদীর্য্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। "কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা,

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে," —১ম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে ; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চাবিমণ্ডলং॥"—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে যথা—

"কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥"

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত

অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি। কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!"

এই পাদ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের "বীণাপাণি" পদে অর্থ শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্ত, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে," "আজি," "দেবি" ও "তোমা," পদের পর যতি আছে; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়; বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে যতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দ্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্‌টন্ কবি কৃত "পারাডাইস্ লষ্ট" নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।...এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি,

হোমর্, মিল্‌টন্ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত, সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, শুভচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বদেশ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তিসত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ ; ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৮৮ খণ্ড। ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪৪-৪৭ হইতে উদ্ধৃত।)

There cannot be the slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet. The Bengali nation should be right glad at this his first successful appearance before the public as an epic poet, for he is already very favourably known to them as a dramatist ...He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind....As the new verse expresses the original character of the author's mind, so do the ideas and sentiments.

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendor of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury....the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—*The Indian Field for* 2 Feb.

1861 (as quoted in the *Modern Review* for June 1936, pp. 658-60)

রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' মধুসূদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই কাব্য "মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ" করেন। নূতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি অতিক্রম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

> আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস, কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুরান্বয়, 'ভূষেণ' 'অস্থিরি' 'কাস্তিল' 'কেলিনু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।—১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৬৯-৭০।

একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ, কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্দ্ধারণ অথবা কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত "মঙ্গলাচরণে" তাঁহার কৈফিয়ৎ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

> যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কবি মধুসূদন সেদিন ভুল করেন নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য, কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,

কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—
কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি ?—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?

কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে !
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ?
কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?

কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন—আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব !
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজ ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,

সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী ;
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লূক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজী ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে !

অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বঅন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পুরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে

প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল।
হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্বঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি !
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে !

যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি ! মহারথী বসিলা একাকী ;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে !
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বতশিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করী-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,

গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে। মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা

শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা;—
"হায়, সখি, একি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! একি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে

মরুভূমে ? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে !"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা !
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা :—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে ;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;

রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি!
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে!
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি;

"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
যাও বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা !
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে !
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে !
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,

ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে ; কিম্বা দ্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে !
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !

অলিপংক্তি,—রতিপতি ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন !
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা !
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে !
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে !
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম, হায়, তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, ঘনপতি !
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্ল্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি !

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার ?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি

ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,

সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল।
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে।
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-খেলা।
অরে রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,

মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুদ্রুম ;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন।

অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস; শল্‌মলী; শাল; তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারীকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে!
গুবাক; চালিতা; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার; ঊর্দ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে!
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে!
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না! আমলকী—বনস্থলী-সখী;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য! আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে

বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে।
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে !
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,

রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতূরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,

গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা!
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।

দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে! হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।

"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,

ধবল অচল আজি অচল হরষে!
শৈলকুল-শত্রু শত্রু, তব প্রাণপতি;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে!"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,

খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী ঊষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে!
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ব্বদুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে!
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে!
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা!"—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে

কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা !
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে ; গম্ভীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি-সহ সুধা বহি সযতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি !
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—

হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে !
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে—

আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে !

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে ! চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি

সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।

এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,

কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি,
স্বরীশ্বর, শচীসহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে।

প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,

প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ; তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর !
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে। অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি। হেন সৈন্যদল,

অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে !
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি ! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,

(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে !)
কহিলা সুমৃদু স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে !
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাশরিতে এ গঞ্জনা ? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা ! অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে ? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি

নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।

হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয়; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।

আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,

বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত ?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে !

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে

বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে—
রোষী ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা ? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—

হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
জ্বলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি ! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন !
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়

সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া; ডুবিল সাগরে
তরী; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুতবেগে; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা!
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা ঊষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে;—

"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
ভূষিত; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি,
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর কম্বু-নাদে যথা) উত্তর করিলা;—
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি!

দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা ? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজ,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে

তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।

আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে ? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ।

হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চির কাছে !"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি

শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ; ধরি গদা করে
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।

যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে

যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি ; হায় ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী !
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী ;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে !
আইলা মুরলাসহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল ।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী । কেমনে বর্ণিব রূপ তব,

হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে!
আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক!—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী॥

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া। তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর। সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী। কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি

বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !

মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুখে,
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে!
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে

ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি।
"হে মাতঃ,"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"—

শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে—

কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?"—
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী !
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,

রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু ! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
সর্ব্বভুক্ ! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
অনাদি ! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী

মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে ! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল !
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে !
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে !

প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা ! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া !
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথা বিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে !"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি

ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ?
বিচার করহ সবে; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"—
উত্তর করিলা যম;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া

এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি।"—
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদু স্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।

বিশেষতঃ, কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি— যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু!"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ; লোভে পাপ; পাপ—নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,

আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে!
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি;
যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"

এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব

নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে !
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে— ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে !

যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে!
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি!
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে দ্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী

সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী!
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয়; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে

বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে।
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
দ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন

মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়। প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী ?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে !
এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি

বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে !
এই দেখ সুমেখলা ; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার !
এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁথি ;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি ! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ !
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?”
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
“আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা !
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর ! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর ; তেঁই আমি আইনু সত্বরে ।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।”
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—“হায়, দেব, এ কি পরমাদ !

দিতিজকুল উজ্জলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে ? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী !
কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।”
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
“না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে

দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি !
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,

প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।”

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
“স্বাগত, হে দেব-শিল্পি! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
‘আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি’।”
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি

নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।

আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা।
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,

মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া !
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু !
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী !
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী !
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে ! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে !
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে !
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা

হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে !
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে ! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি !
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে !
হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে !—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী ;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে !
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে !

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,-
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,

সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি !—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে !

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল ! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজূট যথা
বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি !
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনীর গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নীরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে !—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযূথ, মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে

এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে !” উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি ;—“যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।”

হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ; “হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি !
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী

গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"

শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী!
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ; হয়ব্যূহ
মিশাইলা হেষারব সে রবের সহ!
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল; খরতর-করবাল-আভা,
হর্বির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী;—

নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত !"

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"

সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?"

উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,

কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদু স্ববে কহিতে লাগিল ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে। তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"
"তবে যদি,"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে

বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।

হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা !
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;

কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে ! গুঞ্জবিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
সিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে !
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ

বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে !
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন ! মৃদু মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে ! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু ?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি !
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল !
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি ?"
আচম্বিতে "কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—

হে রমণি ?” এই ধ্বনি বাজিল কাননে !
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
“কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?”
(কহিলেন পুষ্পধনু) “এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে !
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !”
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী পর্ব্বত-দুহিতা—

সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিলা !—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপড়ি,

হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবজ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ; কেহ
দেব-অস্ত্র; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ তুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড়।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি;

তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে।
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! বসে দোঁহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে!
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে!
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,

আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন !
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা !
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম !
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি ? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।”
মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
“হে দানব,” আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—“বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।” উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর-সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি

কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা, হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ. ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে

ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে!
বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী! কমল-করে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে!
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে!
"কি আশ্চর্য্য? দেখ, ভাই," কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ!
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে

বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে?"
"কি কহিলি, পামর? অধর্ম্মাচারী আমি?

কুলাঙ্গার ? ধিক্ তোরে, ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি ! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর !”
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত !
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে !
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
“কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।”
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে !

মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !"

এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।

সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ," কহিলা সুন্দরী,

"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি !
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয় ।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে ! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে ।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু !
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে । চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি ।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি ।
চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি !

ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে । যে যেখানে আছিল দানব,
হুতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে

মরিল ! মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল !
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি ! বিধির এ লীলা।

বিলাপী বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে !
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?

দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।

কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে ;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি

অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি ?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে ?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে !
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে !”

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।

তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
“তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।

এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
চতুর্থ সর্গ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

তিলোত্তমা-সম্ভব।

(পুনর্লিখিত অংশ)

মধুসূদন "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার····· মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে···শেষ করিতে পারেন নাই,···কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।" ('চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলি' ১ম সংস্করণের "প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন" পৃ. ।/০)। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" শিরোনাম দিয়া "তিলোত্তমাসম্ভবে"র এই অংশ সংযোজিত হয়। সেখান হইতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায়; ব্যোমকেশ যেন
ঊর্দ্ধবাহু শুভ্র-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী!—কি নিকুঞ্জ-রাজী,
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জরি
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ্দূল, কপি,—বন-বাসী পশু,—
সুলোচনা কুরঙ্গিণী, বন-কমলিনী,—

ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী !
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,
কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্ব-নাশ-কারী !
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বলী,
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন।
এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে ?
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম
যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগ্‌দেবি ! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে !
কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি !
অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড়-চূড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে ?

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে ?
কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু ?
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা,
রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি !
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে
বিরাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা,
অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ? ঋষি-মনোহরা
কোথা সে উর্ব্বশী, কহ ? কোথা চিত্রলেখা,
জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী ?
অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী ?
মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে ?
কোথায় কিন্নর, কোথা বিদ্যাধর যত ?
গন্ধর্ব্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,—
গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী,
কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী
দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,
যার দ্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি,
ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি
আভাময়, যার চারু রত্ন-কান্তি-ছটা

নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা
শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে ?
কোথায় পুষ্কর, কোথা আবর্ত্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সারথি মাতলি ?
কোথা সে সুবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,
যার স্থিরপ্রভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা,
(কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি)
অম্বরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,
গজেন্দ্র ? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে ?
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা,—দেবি বীণাপাণি ?
দুরন্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে,
পূরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে,
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
(দ্বেষ-বিষে জ্বলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে

সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
পামর ! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
ফুল-সাজ-শূন্য বন্যা করে অনাদরে,—
গম্ভীর হুঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে !
দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,
দুর্জ্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া
(হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে
আতঙ্কে। দাবাগ্নি যথা, সঙ্গে সখা বায়ু,
হুহুঙ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে,
হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে,
চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আক্ত রক্ত-রসে ;
পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী
মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে
ঊর্দ্ধশ্বাস ; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে ;
কুরঙ্গ সুশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে
পলায় ; পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি ;
পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি,
কোলাহলে পূরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ;
পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি

পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে
ভল্লূক বিকটাকার ; আর পশু যত
বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;—
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে,
পলাইলা পরিহরি সমর কুলিশী
পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি
পাশী, সর্ব্বনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে)
ম্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে !
পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ;
পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী
সেনানী ; মহিষাসনে সর্ব্ব-অন্ত-কারী
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি
সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে !
পলাইলা গদাধারী অলকার পতি,
ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, দুর্য্যোধন যথা
মিত্র ক্ষত্র-শূন্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা
(বিষাদে নিশ্বাসি ঘন !) জলাশয় পানে,
একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে
দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;
পূরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,
বসিল দেবারি দুষ্ট দেব-রাজাসনে,
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল
রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে
নিত্যানন্দ মদনের মুরতি, সুন্দরী
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া !

সুন্দ উপসুন্দাসুর, দ্বন্দ্বি সুর সহ
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডলে।

ইত্যাদি—

পাঠভেদ

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং আমরা প্রথম সংস্করণের পুস্তক অবিকল পুনর্মুদ্রণ করিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদও পরে দেওয়া হইল।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

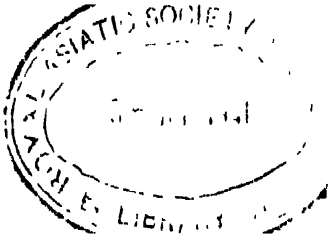

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

ভবভূতিঃ।

———"Noque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus."— ——
——— Horace.

"Fit audience find—tho' few."

Milton.

CALCUTTA :

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1860.

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পবিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যে রূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি।

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

প্রথম সর্গ।

ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে—
অভ্রভেদী, দেবাত্মা, ভীষণ মূর্ত্তিধর ;
সতত ধবলাকৃতি, বিশাল, অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ভীম ব্যোমকেশ,
যোগিকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা,
পৃথ্বীসুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদক বিহঙ্গ, ভ্রমর মধুলোভা
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্রকেশরী,
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীবকুল,
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর।
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী। ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !

যক্ষ, রক্ষ, দানবারি, দানব, মানব—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে যেন ভূত।
এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিযা আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্‌সাগর আমি কবিযা মথন,
লভি, মা, কবিতামৃত—সুধা নিরুপম !
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশী জ্বলে, জননি, ধূর্জটি-ললাটে,
ফুলদলে শিশির-নীরের আভা তাতে।
কোথা সে ত্রিদিব ? যার ভোগ লভিবারে
যুগে যুগে কঠোর তপস্যা করে নর ?
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে ?
সগর বিপুল বংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী—কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, স্বর্ণের আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথায় সে রাজছত্র, কনক আসন,
যথা রবিপরিধি সুমেরু-শৃঙ্গোপরি !
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলেশ্বর !
কোথা সে উর্ব্বশীদেবী—ঋষিমনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা ?
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,

কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ।
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে
দেবকলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর হয়, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনু, ধনুকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
মেঘময় গগনের শিরোপরে শোভে,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে।
কোথায় পুষ্কর আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ?
কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সেঃবিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামধুক্ যথা বিধাতা, যার পূতপদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কল কল কলে ?—
হায়রে কোথায় আজি সে দেববৈভব !
হায়রে কোথায় আজি সে দেবমহিমা !
দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
ঘোরতর সমরে, অমরে করি জয়,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,

বসিয়াছে দেবাসনে দেবারি পামর।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, অতিক্রমি তীর,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ, ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে
আকুল ! যথা পাবক, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কানন,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী ;
মদকল নগদল চঞ্চল হইয়া
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; পালায় শার্দ্দূল, মৃগাদন,
বরাহ, মহিষ, খড়্গী—অক্ষয়-শরীর ;
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক ;
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে ;—
মহা কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে !
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখিয়া সমরে,
পালাইলা কুলিশী সঙ্গ্রাম পরিহরি ;
পালাইলা পাশী দেখি পাশ ভয়ঙ্কর
ম্রিয়মাণ, মন্ত্র বলে মহোরগ যেন !
পালান অলকানাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ; পালান পবন

পবন-বেগে শূরেন্দ্র, বায়ুকুলপতি।
দুষ্টাসুর-শরে জরজর-কলেবর,
শিখি-পৃষ্ঠে পালাইলা শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা তপনতনয়
সর্ব্ব অন্তকারী, কোপে দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,
জয় জয় নাদে দৈত্য পূরে ত্রিভুবন।
দৈববলে বলী দুরাচার, অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনকনগরী,
বসিল দেব আসনে দেবারি পামর।
হায়রে যে রতির মৃণাল ভুজ পাশ,
প্রেমের কুসুম ডোর, বাঁধিত সতত
মধুসখা, এবে স্মর হর—কোপানল
ভয়ঙ্কর, বিরহ—অনল রূপ ধরি,
দহিতে লাগিল যেন সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্ব ঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলধি, চঞ্চলি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পারে,
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি।
ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখা পাশে
বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব।

বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে!
যথা ঘোরতর বাত্যা, করিয়া অস্থির
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব সঙ্গ্রামে
দানবারি! একাকী বসিলা মহারথী।
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ হয়ে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত শরীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিতহৃদয়!
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে অদূরে পর্ব্বতোপরি শোভে—
আভায় করিয়া আলো ধবল ললাট,
শশীকলা উমাপতি ললাটে যেমতি।
শূন্যতূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিয়াছিল ঘোর
জলনিধি। শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে!
হায়রে অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!

হায়রে গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেণ রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে।
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কায্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে, মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুবর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গেহে।
মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী,
বন, উপবন, শৈল, সরঃ, জলাশয়,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
কুমুদিনী, বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে ;
স্থলে শোভে ধুতুরা ধবল বেশ ধরি—
তপস্বিনী ! যার পাশে অলি মধুলোভা
কভু নাহি যায় ডরে। আইলা নিদ্রা এবে,
বিরাম-দায়িনী দেবী—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বজনী স্বপনদেবী সহ ;
বসুমতী সতী তাঁর কমল চরণে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভৈরবী ভৈরব পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা

যথা বিরাজেন দেবরাজ শিলাতলে
ধরি করকমলে কমল-পদযুগ,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে ; অশ্রু-বিন্দু, দেবেন্দ্র-চরণে,
শোভিল শিশির যেন শতদলদলে,
উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি পদ্ম কর দিয়া
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার ! আইলেন এবে
নিদ্রা দেবী সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
(সৌরভ মধু যেমতি পুষ্পদাম সহ)
মৃদু মন্দ পবন বাহনোপরি বসি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেব কুলপতি,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা
সুন্দরী কিঙ্করী নারী নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায় যেমতি—স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
মৃদুস্বরে শ্যামাঙ্গিনী কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, বিষম বিধির একি লীলা ?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের নাথ,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি ! একি সাজে গো তাঁহারে ?
হায়রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে তুলে সে তরুপতি
মরুভূমে ? কাহার না ফাটে বুক দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির সাগরে !"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী

কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা !
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা ;—
অরেরে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রা দেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
গুণ গুণ মধুবোলে নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
যদি পারি, কিঞ্চিৎ কালের জন্যে হরি
এ বিষম শোকশেল, করিয়া যতন।
ডাক তুমি, স্বজনি, মলয় মারুতেরে ;
বল তারে আনিতে সৌরভ শীঘ্রগতি ;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
আমি যাই, মুদি যদি পারি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপন দেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী, কবরী মন্দার সুশোভিত ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
যেন বীণাপাণি, পদ্মযোনি বিলাসিনী,
গাউক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল শিখরে, তপন—
আইস, সখি বিধুমুখি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"

তবে নিশি, নিদ্রা, স্বপ্নদেবী কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পক দাম গাঁথি যেন রতি
প্রাণপতি মদনের গলে দোলাইলা।
বেড়িয়া দেবেন্দ্রে দেবীদল, স্তব্ধভাবে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈব দোষে,
সকল বিফল হল; যামিনী অমনি
চঞ্চল হয়ে জননী, মৃদু, কল স্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা।
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি।
আমা সবা এ ভবমণ্ডলে কেবা জিনে?
যথা যাই তথা বিজয়িনী মোরা সবে।—
গহন বিপিনে, কিম্বা সমুদ্র মাঝারে,
বাসরে, আসরে, রাজসভা, রণভূমে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা করি জয়;
কিন্তু হেথা বৃথা আজি আমাদের বল।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যামঅঙ্গিনী রজনীর প্রতি;
"মিছে খেদ কেন সখি কর গো আপনি?
দেবেন্দ্র রমণী ধনী পুলোম দুহিতা
বিনা, অন্য কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারু হাসিনী।
পতিহীনা পারাবতী যেমতি বিলাপি,
তরুবর শৃঙ্গধর সমীপে রূপসী
কান্ত চাহে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মনে;—
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমে ত্রিভুবন

শোকাতুরা ! শুন ওগো রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
যাও বলি আদেশ করিলা শশীপ্রিয়া।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে,
নির্মল তরলতর রূপের আভায়
আলো করি ত্রিলোক, ত্রিলোক মনোহরা—
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; শর্ব্বরী নিদ্রার সহ তবে
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা !
যুগল কমল যেন জগৎ মোহিতে
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে।
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
জলধারা বিহনে কাতরা চাতকিনী
চাহে যথা এক দৃষ্টে জলদের পানে।
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগন মণ্ডল
হইল উজ্জ্বল, যেন পাবকের শিখা
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ
উঠিলা অম্বর পথে ; কিম্বা দিবাপতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্রাকারে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?

রবিছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর শিরে,
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশচন্দ্র পড়িয়া রাজীব পদতলে,
পূজাছলে বসে তথা—সুখের সদন।
ঘনপতি পুষ্কর উপরে বসি সতী
দেখা দিলা ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রের মনোলোভা,
আলো করি ত্রিভুবন—যথা পদ্মালয়া,
আয়তনয়না, ইন্দুবদনা ইন্দিরা,
রত্নাকর রত্নোত্তমা নিরুপমা সুতা,—
দেখা দিয়াছিলা দেবী কমলা বিমলা,
যবে সুরাসুর, দক্ষ, রক্ষ, যক্ষ মিলি,
মথিলা জলধি নিধি, বিধি বিধি দিলে।
কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামের কামিনী যে বেণী লইয়া
গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে !
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় ধরণী ধনী দেহ মধুমাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !
অলিপংক্তি, রতিপতি ধনুকের গুণ,—
ধরি সে ধনু আকার, বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন যুগোপরি, মধু আশে
নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি দেখি ও বদন !
পদ্মরাগ খচিত, পদ্মের পর্ণসম

৩৩৫। অনন্ত যৌবন দেব। চিরযৌবন স্বরূপ দেব।

পরিধান বসন,—অসম ত্রিভুবনে ;—
তাহার অঞ্চলে রত্নাবলী, অচঞ্চল
যেন ক্ষণপ্রভা, শোভে মহা প্রভাময়ী !
সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরে
ভাতে যথা কামকেতু যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে !
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
জগন্মোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী যেন,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি।—
হায়, ওকি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
অরেরে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুষ্পে বাসা কিরে তোর—
সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভুক্ যথা, তুই দুরাচার
তীক্ষ্ণদন্ত ? কাঁদেন ত্রিদিবেশ্বরী শচী
একাকিনী শূন্যমার্গে ! চল, মেঘবর !
মেঘকুল রাজা তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্ল্লভ স্বর্ণ লতিকা, যাহার
পরশে এ শোক-শক্তি-শেলাঘাত হতে
পরিত্রাণ পাবেন দেবেন্দ্র মহামতি !
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নিনাদ শুনিয়া, প্রতিধ্বনি
অমনি পুলকে তারে বিস্তার করিল
চারিদিকে ; পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জবন,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর তরঙ্গে রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, বিরহ বিধুরা বালা যথা

হেরি দূরে প্রাণনাথে, ধায় ধনী রড়ে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
শিখী প্রকাশিল চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, আবদ্ধমালা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিলা ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহেগো নিকুঞ্জ পানে, যবে বনমালী,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি তবে নাবিলেন শচী
ধবল শিখর পাশে ; একি চমৎকার !
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনক মণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল মালায় সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারা-দল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা।
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্ববসুধা। মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে

প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা।
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি বরাননা প্রণয়ের ফুল-ফাঁদ
বিরলে! বিশাল তরু, বল্লরীরমণ,
মঞ্জরিত বল্লরীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইলা চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা।
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকার,
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বর্ষিয়া শোভিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জল-বিন্দু একত্র হইয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; তাহাতে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
শোভিল পুলকে যেন নূতন গগনে,
তরল তর! বসন্ত—মদন-সামন্ত,
ঋতুকুল-পতি, আসি অতি দ্রুতগতি,
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।
হায়রে কোথা পাব এ কুঞ্জের তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?

প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তাব মন রঞ্জাইতে,
পুষ্প আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি খেলা।
অরে রে বিজন, বন্ধ্য, ভযঙ্কর গিরি,
হেবি এ নারীন্দু-পদ অববিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই ?
স্মরহর দিগম্বব, শব প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরি দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তব যাগ ছাডি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহাবি তোরে !
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী।
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব হৃৎ-সরসী পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুবী যথা
বেড়ে আসি দৈত্য দল। অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; রসাল—লতা-কুলের বঁধু,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুদ্রুম ;

শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধব
যোগী কপর্দ্দী ; বদরী—যার তলে বসি,
যশঃসুধা পানে চিরজীবী দ্বৈপায়ন,
কবিকুল গুরুঋষি, ভুবন-বিদিত,
কহেন মধুর স্বরে, মোহিয়া ভুবন,
মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
কামিনীব সুরভি নিশ্বাস করি চুরি
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধবে সে ফুল-রতন !
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহাব
যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ ; ইঙ্গুদী তপস্বী—তপোবনবাসী ;
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতা কুলের বৈদ্য ! আর কব কত ?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিলা,
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
দিয়া, স্তব্ধ ভাবে পূজে রাঙ্গা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিলা
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী।
যথায় অর্পণ দেবী করেন চরণ,

৪৭৬। বদরী ইত্যাদি। ভগবান্ বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরীকাশ্রম।
৪৮৫। অশোক—বৈদেহি, হায়! ইত্যাদি। সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিল।

কোকনদ, কুমুদ ফুটিয়া শোভে তথা।
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহাব উপরে তরু-শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়ে পরস্পরে বিস্তারে যতনে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
মুকুল, কুসুম—পদ্মরাগমণি-সম—
ঝালর বেষ্টিত—মরি ! কিবা শোভা তার !
সুপ্ত পীতাম্বরোপরে অনন্ত যেমতি,
অযুত ফণা ফণীন্দ্র করেন বিস্তার।
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কেতকী, কিংশুক,
স্মর প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি মহাদরে ধরে যারে করে,
মহীপতি ধরয়ে কনকদণ্ড যথা ;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যাহার সৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, সরস্বতি, যেন তব শ্বেতভুজ !
কণিকা—যার পেশল উরসে, বিলাসী
শিলীমুখ, তপন তাপেতে তাপী, সুখে
লভয়ে বিরাম, যথা বিরাজয়ে রাজা

সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতূরা সতী যেমতি, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডল যেমতি
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী ভালে শশিকলা যথা
মনোহর ! ঝুমুকা—সুচারু মূর্ত্তি যার
প্রমদা নিশিয়া স্বর্ণে পরে মহাদরে !
অন্যান্য প্রসূন যত কত কব আর ?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলেন দেবী,
ফুটিয়াছে নারীকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করিয়া কানন ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদ করিছে কুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর ; কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য ; কেহ বা যোগায়
মন্দাকিনী-বারি মণিময় পাত্রে ভরি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা—
ধরে করিয়া যতন রতন-বাসনে।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;

কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষয় মধুব সুস্বর,
কোন বামা—কামের কামিনী সমা—ধরে
রবাব, সঙ্গীতরসরসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, মন্দিরা, ভুবন-মনোহরা ;
তম্বুবা—অম্বরপথে গরজে যেমতি
গভীব জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।

দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি গেহে গিবীশদুহিতা—
দশভুজা অম্বিকা—সম্বৎসর-বিরহ-
নাশিনী আনন্দময়ী—গিরীশ-মহিষী,
সহ সহচরীগণ, ভাসি নেত্রনীরে,
হাসি কাঁদি গায় নাচে ;—হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।

"এস হে বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
অমরাপুরী-ঈশ্বরি, ত্রিদিবের দেবি !
স্বাগত, স্বাগত তুমি ! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি আনন্দে অচল।
শৈলকুল-শত্রু শক্র, তব প্রাণপতি ;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
এস হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে ! যাঁহারে যতনে
তলাসিছ, সে রতনে পাইবা এখনি।
বসি ওই সিংহাসনে তব পুরন্দর।"

স্তব্ধ হৈলা যত নগবালা অরবিন্দ-
ভূষণা ; সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দন-কাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণ,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী
প্রেম-কুতূহলে, যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সরস্
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
অযুত আঁখি খুলিয়া গগন কৌতুকে
হেরে সে শ্যাম বদন—ভাসি প্রেমরসে !
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলেন বিধুমুখী প্রণয়ের পাশে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখা, সুবর্ণ প্রত্যূষ
মুক্তাময় কুণ্ডল পরায় ফুলকুলে !

"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্তু হে রমণ, হেরি ও বিধুবদন,
পাশরিনু আমি এবে পূর্ব্বদুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? তার সুখভোগে ছাই

এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরব হইলা দেবী, অশ্রুময় আঁখি।
চুম্বিলা সে অশ্রু আঁখি দেব পুরন্দর
সোহাগে, চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে, ধনি, তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা স্বর্গ তথা !"—কহিলা বাসব
গভীর বচনে, যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
সিংহী কামিনীরে ;—কহিলেন পুরন্দর—
"তুমি যথা স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে সকল সংবাদ !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতী-সুত, তারক-সূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-রথী ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-শিখরে আমি বসিয়াছি আসি ?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিলে, নাথ, তোমার বারতা !
সমরে বিমুখ হয়ে অমরের সেনা

ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
শীঘ্রগতি চল তথা, ওহে দেবেশ্বর !”
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরণ করিলা দেব আপন বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে,
গতি, ভাতি, উভয়েতে তড়িত লাঞ্ছিত !
আইল রথ তেজঃপুঞ্জ সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে,
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আল করে নভস্তল, বৈনতেয় যথা
শশী আর অমৃত উভয়ে লয়ে সাথে ;
কিম্বা যেন হৈমপোত, বিস্তার করিয়া
বাষ্পপাখা, ভাসিল সাগর নীল-জলে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমত,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? আইস তবে, আইস পদ্মালয়া
বীণাপাণি, কবির হৃদয়-পদ্মাসনে

অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে—শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী
সহ পয়োবাহ যথা। রথ-চূড়াপরে
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারি দিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি—
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী—যথা স্বয়ম্বরস্থলে
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরিতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে।
এই রূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
দেখি সে কেতন রতনের চারু ভাতি;
কিন্তু হেরে দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িলা
অমনি। চলিল রথ মেঘমালা শিরে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমন
অপরাজিতা-কাননে চলে মন্দগতি
মধুকালে; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
সীতা সীতানাথে লয়ে কনক পুষ্পক।
এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।

শুনি সে ভৈরব রব দিগ্বারণ-গণ—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিলা
চারি দিকে। চমকিলা জগত, বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে। চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন—
কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু—সুধানিধি দেব
সুধাংশু। ববর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকশিত, পূরি সৌরভে আকাশ—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্যে—যার চারি পাশে দিবানিশি
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা যথা অবরোধে কুলবধূ
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, কুসুমকুমারী।
নারী অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে, যথা যবে প্রলয়পবন
বহে নিবিড় কাননে, তরুকুলপতি
বল্লরী সুন্দরীদল, শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্রলোক, দেবযান
উতরিল রবির মণ্ডল বসে যথা
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কৃশোদর
হরষে পসারি বাহু—রাশিচক্র ; তাহে

রাশি রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কামবঁধু—যবে ঋতুপতি,
হিমান্তে শুনিয়া কোকিলার কলরব,
হরষে তুষিতে আসে দেবী বসুন্ধরা
কাতরা বিরহে তার,—বসেছে সমুখে
সারথি। ছায়া-সুন্দরী, মলিনবদনা,
নলিনী সুখিনী সুখে দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি সমীপে যেমতি
অমাত্যবর্গ। অদূরে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অম্বর-তলে নাচে,
যথা রে অমরপুরী, কনক-নগরী,
নাচিত অপ্সরীকুল, যবে স্বরীশ্বর
শচীসহ শচীপতি দেব-সভা-মাঝে
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট হয়ে।
হেরি দূরে দেবরাজে গ্রহকুলরাজ
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র, সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডল
—রজত, কনক দ্বীপ অম্বর সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,

প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার,
উজ্জ্বলে গগন ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে।
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যার সেবা করি
তিমিরারি ভাস্কর তোষেন কর দানে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা তোষে বসুন্ধরা
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দল
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী
গৌরাঙ্গী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
অনন্তযৌবনা—হেরি কারণ-কিরণ,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা। দেব পুরন্দর
অসুরারি, যে করে দম্ভোলি তুলি দেব
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সমরে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার আভায়
চমকি ঢাকিলা আঁখি। রথ-চূড়াপরি
দেবকেতু—ধূমকেতু দিবাভাগে যেন—
হইল মলিন। যান-মুখে সূতেশ্বর
মাতলি, হইয়া অন্ধ, রশ্মি দিলা ছাড়ি
মহাভয়ে। আতঙ্কিয়া তুরঙ্গমদল
চলে মন্দগতি যথা প্রতীপ গমনে
প্রবাহ। আইল এবে ব্রহ্মলোকে রথ।
মেরু—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে ;
তাহে ব্রহ্মলোক শোভে কনক উৎপল ;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষুকুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ যেমন

আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য-জিনি প্রতাপে, রতননিকর।
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে ? তোরণ সমুখে
দেখেন দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলে কুপিয়া শুনি পবনের রব
বীরদর্পে, কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। কোটি কোটি রথ ;—
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুৎগঠিত ধ্বজমণ্ডিত। তুরগ—
যার পদতলে বিরাজেন সদাগতি
সদা, শুভ্র কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডল
প্রলয়ের জলে—শুনি যে মেঘগর্জ্জন
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
ত্রাসে আকুলা সুন্দরী। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শস্ত্রিত যেমত, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্তকুলপতি। হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, পালায়ে আসি পশিয়াছে সবে

ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সকলে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা দিবা অবসানে,
(মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা
সম্ভবয়ে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহঙ্গকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর পাশে আশ্রমের আশে।
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতুপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজোপরি পাখা বিস্তারিয়া
অরুণনয়ন,—হেরি ভগ্ন দৈত্য রণে,
শোকাকুল হইলেন দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণ মাত্র হইয়া অস্থির ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল দেব
দেবপতি, ধরি ইন্দ্রাণীর করযুগ,
সোহাগে মরাল যথা ধরয়ে কমল,
কহিতে লাগিলা ইন্দ্র ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে।
শৃগালের সমরে বিমুখ সিংহদল

দেখ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে আজি না চাহে ত্যজিবারে কলেবর,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা—অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কি পাপে আমার প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যন্ত্রণা
কেন ভোগ করাও আমারে? এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র—তাব সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ। হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নাবিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শচী কমলনয়না, পীনস্তনী সতী—
শূন্যমার্গে। পরশি গগন পৌলোমীর
পদ অরবিন্দ, সুখে হাসিতে লাগিল।
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে,
যথা ভাসে তরুরাজা, যতনে ধরিয়া
কোলে মুকুলিত লতা, যবে ঘোর রণে

পবন উপাড়ি তারে ফেলে বাহুবলে
সাগরের নীরে। চলিলেন মহামতি
দেবেন্দ্র, ইন্দ্রাণী-সহ, দেব-সৈন্য পানে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেন্দ্র বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নিচক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণপ্রাচীর
দেবালয়—নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল
অভেদ্য সমরে। দেববাজ-শিরোপরি
ভাতিল, রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা
বিস্তারি কিরণজাল। চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিয়াছিলা অবোধ মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি

গদাবর। আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী। আইলা
পবন সর্ব্বদমন। আর কব কত ?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের ঘটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
তারাকুন্তলা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, জোনাকেরঃব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্নকিরীট পরিয়া
শিরে—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে।
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। হায়, দৈববল বিনা কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়, কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর দেবদল ?
যে বিধির বরে ত্রিদিবের সিংহাসনে
বসি আমি বাসব, আমার প্রতি তিনি
মহা প্রতিকূল। হায়, এ কার্ম্মুকরাজ
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে।
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি

মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি
বিদরিয়া বসুধার বক্ষ বজ্র-নখে
রোষাবেশে। "না পারি বুঝিতে, দেব, আমি
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানব-দর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তপে তুষ্ট তিনি;—
যে তাঁহারে ভক্তি ভাবে ভজে, তিনি তার
বশীভূত। আমরা দিক্‌পালগণ যত
রত সতত স্বকার্য্যে—লালনে পালনে
এ ভবমণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগ ধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষি চতুরাননে, দানব-ভয় ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেনে আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত পানে মোরা
অমর; কিন্তু এ অমরতার কি এই
ফল? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?
জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব, ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি। কার হেন সাধ
আজি যে সে ধরে প্রাণ অমরের কুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী

কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, বাঙা জবাযুগ যেন।
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর ? দিতিজকুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে ? বৈনতেয় উচ্চধাম
মেঘাবৃত—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
এক নিমিষে এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
নাশি আমি—লণ্ডভণ্ড করি ত্রিজগৎ।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর করি
ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে
সে স্থল ব্যতীত—বিশ্ব কাঁপিতে লাগিল।
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া। ডুবিল সাগরে
তরী। ডরি কেশরী, পর্ব্বত-গুহা ছাড়ি,

পলাইলা দ্রুত বেগে। গর্ভিণী রমণী
ভয়াকুলা যুবতী অকালে প্রসবিলা।
তবে ষড়ানন তারকারি, অনুপম
রূপে, হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিয়াছিলা, সরসী রাজহংস-শিশু
পালে যথা আদরে, সেনানী মহারথী,
পার্ব্বতীনন্দন, রণে প্রচণ্ড প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে—
উত্তর করিলা তবে ময়ূরবাহন
মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারিব বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে।
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি রথী, যথাসাধ্য যুদ্ধ করি,
রিপু-সমুখে বিমুখ হয় মহামতি
রণক্ষেত্রে, শরম কি তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
ভূষিত, শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার শরীরে পর্ব্বত-দেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ কহ কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে যদি বল
কেন বিধির এ:বিধি? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি দেবকুলের কনিষ্ঠ?

স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে,
অনাদি, অনন্ত যিনি বোধাগম্য, তাঁর
যে রীতি, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদে রাজা সহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
হইলা নিস্তব্ধ। তবে অম্বুরাশি-পতি,
বীর-কম্বু নাদে যথা, উত্তর করিলা
প্রচেতা—"এ বৃথা রোষ কর সম্বরণ,
আদিতেয়-দল। যাহা কহিলেন দেব
কার্ত্তিকেয়, সত্য তাহা। আমরা সকলে
বিধাতার অধীন, তাঁহার পদাশ্রিত।
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
এবে দানব দমনে অক্ষম আমরা;
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে যবে তরঙ্গ-নিকর
ধায় যুদ্ধবেশে সংহারিতে শিলাময়
রোধঃ, তার বজ্র প্রতিঘাত বেদনায়
ফাঁফর হইয়া, পুনঃ বেগে যায় ফিরি
সে তরঙ্গচয় সিন্ধু পাশে। চল যাই
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
নাশিতে এ বিপুল ভুবন সাধ্য কার
তিনি বিনা? তুমি, হে অন্তক বীরবর,
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে,—
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে হয় ক্ষয়
অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা,

ইহার ভীম আঘাত, বিধি আদেশিলে,
বাজে শরীরে কোমল ফুলাঘাত যেন,
যবে কামিনী হানয়ে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর। তুমি, হে ভীষণ প্রভঞ্জন,
ভগ্ন যার নিশ্বাসে বিশাল তরুকুল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বিরিঞ্চির বলে বলী
তুমি, জলস্রোত যথা পর্ব্বত প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। মোর মনে জ্বলে কোপানল
বাড়ব অনল যেন জলধি-হৃদয়ে।
আমিও এ দুর্দ্দান্ত-দানব-প্রহরণে
ব্যথিত, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
যার ভয়ে কম্পয়ে জগৎ, হায়, আজি
ম্রিয়মাণ মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, কহিতে লাগিলা যক্ষপতি,
রণে চিরবিজয়ী, ভীষণ গদাধর,
ধনদ ;—"নাশিতে সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের? তারা-দল যার সখী-দল।
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ পাশে।
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরে
বসায়। রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,

শ্যামাঙ্গিনি ধনি, যাব অলক ভূষিতে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নচয়
বহুবিধ। ভূধর যাহারে ধরি থাকে।
হায় রে, কে আছে, কহ হে দিক্‌পালগণ,
এহেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু—সে দানব।
আমরা দেবতা—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীব ধাবে গলা কাটি
প্রণয়ীহৃদয় কি নিরোগী করে তারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভেবে সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল; এ তো অজানিত নহে;
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ
জগতে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত;
কেমনে আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখ ভোগী,

আচরিব, যেমত আচরে নিশাচর
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ !
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কট হতে তিনি বিনা আর
কে পারিবে উদ্ধারিতে এ সুর-সমাজ
তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চি সমীপে।"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বজ্রী, স্মরিলেন চিত্ররথ মহারথী—
গন্ধর্ব্বকুলের রাজা, রমণীরমণ,
মহাতেজা।—অগ্রসর হইয়া অমনি
করযোড়ে দেবেন্দ্রে নমিলা চিত্ররথ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসব মহামতি
বজ্রপাণি, আদেশিলা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে
দেবেশ্বর,—"এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরী, রক্ষা কর, বীর,
ত্রিদিব-মহিষী তুমি দেবী কুল সহ।"
বিদায় হইয়া সুরপতি পুরন্দর
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত তিমিরবিলাসী,
তারক নাশক, হৈম কৃত্তিকার কোলে
লালিত যে কার্ত্তবর, প্রচেতা দুর্জ্জয়,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা

ব্রহ্মপুরী—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেব সেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে
ভয়ঙ্কর! উড়িল পতাকাচয় যথা
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ বিহঙ্গম দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ। গদা করে ধরি,
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে। কেহ আরোহিলা
(গরুড় বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে।
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খ নিনাদ!
বাজিতে লাগিল রণ-বাদ্য, যার বোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরু শুনিয়া
নাচে যথা ফণীবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু যে বিদরে প্রাণ তার
মহাভয়ে! সাজিল নিমিষে সুর-সেনা
দানব বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহদল, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে বল্লরীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন

অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী ঈপ্‌সিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুমতী,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্য দল
বেড়িল ত্রিদিব দেবী অনন্ত-যৌবনা
শচী, সাপটিয়া ধরি চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ; শত প্রতিসরে
বেড়িলা ইন্দ্র রমণী চতুরঙ্গ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজিয়া মায়ায়
কনক সিংহআসন, অতুল, অমূল
জগতে, যুড়িয়া কর কহিতে লাগিলা
পৌলোমীরে. "বসুন এ আসনে, জননি
দেবকুলেশ্বরি। যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব আপনে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, না বিদরে কাহার হিয়া আজি ?
কাহার না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর।
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি, সম্ভাষিতে ত্রিদিব মহিষী
আয়ত-লোচনা। আইলেন ষষ্ঠী দেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী। আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল যাঁর প্রসাদে, মহাদয়াময়ী
ধাত্রী। আইলেন দেবী মনসা, যাঁহার
প্রতাপে ভীত ফণীন্দ্র ফণীকুল সহ,

পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে।
আইলেন সুবচনী—মধুরভাষিণী।
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী। আইলেন কামবধূ
রতি; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরি—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী।
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
শোভে রাধার নিকুঞ্জ, যথায় মুরারি
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিন কাননে
নলিনী-রমণ। আইলেন ভগবতী
তমসা, সহ মুরলা বিমলসলিলা,
বৈদেহীর সখী দোঁহে।—আর কব কত?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা সম
প্রভায়, কিন্তু সতত অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বর তলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন বিভায়।
বসিলেন দেবীকুল শচী দেবীসহ
রতন আসনে; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে! আইলা এবে বিদ্যাধরী দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশী-কলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! যে রূপ হেরি রাজা পুরূরবা,

ইন্দুবংশেন্দু শূরেন্দ্র, মোহিত হইয়া
ভুলিয়াছিলা কাশীন্দ্র দুহিতা মানিনী
চন্দ্রাননা, ভুলে যথা অলি মধুলোভা
হেরি কমলিনীর মাধুরি নিরুপম,
চূতমঞ্জরী ? আইলা চারু চিত্রলেখা—
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী ।
আইলেন মিশ্রকেশী—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে ।
আইলেন রম্ভা—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা ভুবনে বিদিত ।
আইলেন অলম্বুষা—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
অপাঙ্গে গরল—বিশ্ব দহে গো যাহাতে ।
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা তপোঽগ্নি তোমার পুরন্দর,
নিবারয়ে মেঘ যথা বরষি আসার
দাবানল । শত শত আসিয়া অপ্সরী
নমি ইন্দ্রাণীরে, দাঁড়াইলা নতভাবে
চারি দিকে ; যথা যবে—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক—ত্যজি ব্রজধাম ব্রজপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা পুলিনে,
নীরবে বেড়িল সবে রাধা বিলাপিনী ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ।

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম-প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর—প্রচেতা পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হীরণ্‌ময়, চলিলা দিক্‌পালগণ এবে
যথা পদ্মাসনে বিরাজেন পদ্মযোনি
পিতামহ। প্রশস্ত সুবর্ণ পথ দিয়া
চলিলা হরষে যত ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা—
ফল—হায়, কেমনে বর্ণিব তার ছটা?
সে সকল তরুশাখা উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময় বরিষে বচনসুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ অনিল—
সহগন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তনু তার
ফুল-আভরণে! চারিদিগে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর

যথা সুমেরু নগেন্দ্র—অতুল জগতে !
তাহে সুখে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম কাননে,
কুসুম আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায় মধুর সঙ্গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয় হিল্লোলে,
যথা উর্ব্বশী-হৃদয়ে মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন ঘন নিশ্বাস, সৌরভে পূরিয়া
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত, দহে যে হৃদয়, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ, ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরামনাশক,
হায় রে গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুম ডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর ! মাৎসর্য্য—পরোদুখে যার সুখ,
গরলকণ্ঠ !—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ

মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে—
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, যথা নদচয়
বহিয়া ক্ষীর সাগরে লভয়ে ক্ষীরতা!
হেরি এ নগর কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে! কুসুমকাননে পশি, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ ফুল; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃত ফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
কেহ কেহ সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেবগণ
উত্তরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
মন্দির দুয়ারে দেখিলেন দেবগণ
বসিয়া কনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনী
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা তাঁর চরণকমল।
"হে জননি,"—করযোড়ে কহিলা বাসব—
"হে জননি, উষা যথা নাশেন তিমির,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, মাতঃ, ডুবে গো সকলে

অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—তব দাস।"—
শুনি সুরপতি স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
তবে অপর আসনে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা—ভক্তি দেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে নমিয়া,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে— "হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আবাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি পানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিছবি পানে—
কহিলা—"আইস ওগো সখি বিধুমুখি,
চলযোই লইয়া দিক্‌পালদল যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; তোমা বিনা
কে পারে খুলিতে, সখি, এ হৈম কপাট?"—
"খুলি এ কপাট আমি বটে; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা কার
বাণী শুনি কর্ণদান করেন বিধাতা?
হে স্বজনি, মধুরভাষিণি, চল যাই,—
খুলি আমি দুয়ার; সদয় হয়ে তুমি
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি আজি উপস্থিত হেথা দেবদল।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদল

প্রবেশিলা ধাতার মন্দিরে মন্দগতি
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভূ লোকেশ।
শত শত ব্রহ্মঋষি বসে চারি দিগে,
মহাতেজা, ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা—আভাময়ী,
মহারূপবতী সতী—দাঁড়ান সমুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী।
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি কমলবাসিনী, বিনোদিয়া
সঙ্গীতসুধা বর্ষণে বিরিঞ্চি-হৃদয়,
যথা মন্দাকিনী দেবী—ত্রিলোক-তারিণী—
কলকলরবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচল—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপল দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচীরমণ সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে ; তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
মহাবলে দলিয়া দেবতা দল রণে,
বসিয়াছে দেবাসনে দেবারি পামর,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ—দাবানল যথা
কুসুমকাননে পশি নাশে রূপ তার
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত, রণে পরাভূত,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি

তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা—
দেব কি মানব—গুণ কীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, করহ উদ্ধার।"—
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা মাতা সেবক-হৃদয়-
বাণী-বাহিনী, নমিয়া ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কোকিলার বোল
মধুসখী?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দউপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ
নিবারিতে এ দানবদ্বয়। বায়ু-সখ
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে—কার হেন পরাক্রম?"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।
উজ্জ্বলতর হইলা প্রভা আভাময়ী—
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
আমোদিল সৌরভ, পঙ্কজ বন যেন
অযুত ফুটিয়া, মন্দ মলয়-অনিলে
দিল পরিমল-সুধা—বরবরে যথা

সুখে দান করে পিতা দুহিতা-রতন।
যথায় সাগর মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিল
তারে, শান্তি-দেবী—মাতা বিরামদায়িনী,
ত্বরা উতরিয়া তথা শান্তিলা মারুতে।
যথায় কাল নশ্বর-নিশ্বাস-অনলে
ভস্মময় জীবকুল, ফুলকুল যথা
নিদাঘে, জীবনামৃত প্রবাহ বহিলা
তথায়, জীবন দান করিয়া সকলে—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ জ্বলনে।
প্রবেশিলা মঙ্গলা—মঙ্গল-প্রদায়িনী,
প্রতি গৃহে ; শস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া !
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা—
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি তপন তিমিরে তাড়াইয়া
আসি দেন দেখা দেব উদয় অচলে—
লইয়া দিক্‌পালদল, যথা বিধি পূজি
বিধি, বাহির হইলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজ করিব আমি সদা।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী"—
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভো এ রতনে,

অযতনে আভা লাভ করিবে দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে !”
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয় চরণ-কমল নতভাবে ;
বিদায় হইয়া সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
নদী বহে নিরবধি কল কল রবে
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী বল্লবী ;
তরুবর অমর ; অপূর্ব্ব-রূপধারী
ফুলকুল সাজায় নিকুঞ্জবন, পূরি
সৌরভ সুধায় পুরী। স্বর্ণতরু মূলে—
শতরঞ্জিত কুসুমে—বসিলেন সবে।
তবে সুরপতি দেব পৌলোমী-বল্লভ
অসুরারি কহিলেন ঈষৎ হাসিয়া—
“দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমাসবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে—বিধির বিধান বোধাগম !
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; এই
সঙ্কেত বাক্যে কি বুঝ, কহ, দেবগণ ?
সাবধানে বিচার করহ সবে ; দেখ
কি মর্ম্ম ইহার ! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ। কে কি ভাব, বল, শুনি।”—
উত্তর করিলা যম ;—“এ বিষয়ে আমি,
হে দেবেন্দ্র, স্বীকারি আপন অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে
সেখানে আমি ; এ দণ্ড, প্রচণ্ড-ঘাতক—
শিখিয়াছি ধরিতে, সুরেশ ; নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে যেন—বিদ্যার ধীবর।”

"আমিও অক্ষম যম-সম"—কহিলেন
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, চূর্ণিতে পাষাণ,
ধীর ভূধরে অধীর করিতে আঘাতে
বজ্রসম; কিন্তু নারি বাছিয়া তুলিতে
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি।"—
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ ষড়ানন
তারকারি;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভে; আমি কহিব—যে তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ, তার সহ বিগ্রহ আমার।
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর চূড়ামণি;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে, কহ গো দেবগণ,
যোদ্ধাকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল রাজা
ধনেশ;— "যা কহিলেন হৈমবতী সুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণীসহ বিষ সহবাসী?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষঅশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।

যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায় যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। পড়িবে শঙ্কটে, বীরবর,
বৃথায়! আমার বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে দুজনে—
মরিয়াছিল যেমতি লোভী বিভাবসু
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা দ্বন্দ্বি—মন্দমতি!”—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;— “যা কহিলে সত্য, গুহ্যক-ঈশ্বর!
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথায় তোমার বসুধারিণী বসুধা
শ্যামা? ভুলিলে কি আজি, আমরা সকলে
দীন, হিমানীতে তরু পত্রহীন যথা!

আর কি আছে গো দেব, সে সব বিভব ?
আর কি—কিন্তু এ মিছা বিলাপে কি কাজ ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুবারি ;—"অজ্ঞাত সলিলে ভাসি আমি
কর্ণধার, ভাবনায চিন্তায আকুল,
না দেখিয়া অনুকূল কূল কোন দিকে।
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি ?
কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম যত প্রহরণ,
তা সকলে নিবারণ করিয়াছে রণে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠাই যতনে
উর্ব্বশী রূপসী—যার কেশ নাগপাশ,
অপাঙ্গ গরলময়, সুরভি নিশ্বাস
কামবাত—অধীরিয়া ভূধর-হইতে-
ধীর-যোগীন্দ্র হৃদয়। কিন্তু দৈববলে
বিফল সে শর। যথা শৈলদেহে বাজি,
রাজীব ফিরিয়া পড়ে তার পদতলে
হানে যে অবোধ তারে—উর্ব্বশী ফিরিল।—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরব হইলা এবে, নিশ্বাস ছাড়িয়া
বিষাদে। নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
আর পঞ্চজন বসিলেন মৌনভাবে।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়

বরাঙ্গনা—অতুলা অঙ্গনাকুলে বালা।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদা—ভুবন-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
সরস্বতী-ভারতী, আদেশিলা পবনে
হৃষ্টমতি,—"যাও, ওহে বায়ুকুল রাজা,
দ্রুতগতি, আন হেথা বিশ্বকর্ম্মা, বীর!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
উড়িলা আকাশমার্গে দেব প্রভঞ্জন
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে! প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল! যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারিয়া পিনাক পিনাকী পশুপতি
হুহুঙ্কারে পাশুপত ছাড়েন ভৈরব,
ঘোর রবে উড়ে বাণ আকাশমণ্ডলে
বাতময়, উদ্‌গীরিয়া কালানল-শিখা!
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভব মরুদেশে মরীচিকা,
বিধির আলয়ে ফলবতী নিরবধি
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী চুম্বিলেক আসি
ইন্দ্রের ইন্দুবদন—চুম্বয়ে যেমতি
শীধুমধুঅধরা প্রমদা নিতম্বিনী
প্রাণসখা। চাহিলেন ফল জলপতি ;

রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণবরণ—
পড়িল সম্মুখে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরে
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃ কান্তি হেরি—
হেরি বরাঙ্গনা তারাবৃন্দ—মন্দগতি।

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ু-কুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বীর
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। উড়িলা আকাশপথে রথী
বাতাকার, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে প্রভাকর
রবিমণ্ডলে অস্থির হইলা মিহির,
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীরমণ
শশাঙ্ক আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ সুধানিধি,
স্মরিয়া বিনতাসুত—সুধা-অভিলাষী।
মুদিলা নয়ন যত হৈম তারাকুল,
যথা হেরি ভৈরব দানবে বিদ্যাধরী—
নলিনী তিমিরে। বাসুকির শিরোপরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা। গর্জ্জিয়া উঠিল
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি;
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে

চলি গেলা আশুগতি। শত শত মেঘ
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ-সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলেশ্বর
অবিশ্রান্ত—ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে পাপী প্রাণ
থর থরি, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার করি
নিরবধি ; কোথাও বিকট-মূর্ত্তি-ধর
যমদূত প্রহারে প্রচণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে
ছিন্ন ভিন্ন করে তন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
বসি নদী-তীরে, কাঁদে তৃষায় আকুল,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে
যথা তপস্বিনী ধনী নয়নরমণী
জিতেন্দ্রিয়া কভু নাহি করে কর্ণদান
কাম-বিবশে ; কোথাও হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর-জন
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। নিরন্তর অগণ্য-প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নি-শিখা—হায়, পুড়িয়া মরিতে।
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।

হায় রে যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি—
রোধ তার—বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সাগর-কল্লোল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরিয়া শমন-পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেবশিল্পী। কতক্ষণে
উত্তর মেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম মীনার * অযুত
দ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানব।
গলে সোণা সোহাগে পাইয়া সোহাগায়
প্রেম-রসে ; গলিয়া রজত বাহিরিছে
পুটে উথলিয়া, যথা বিমল-সলিল
প্রবাহ, পর্ব্বত সানু উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যার তনু
অক্ষয় তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জলে অগ্নিসম তেজ—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি—
যথা সহে শোকাগ্নি নীরবে বীর হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব—

* প্রাসাদ-শিখর।

দেবশিল্পী—গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, দেব,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি গহনা—অতুল এ জগতে।
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা ছিন্ন-তার হয় খেদে।
এই দেখ মেখলা; দেখিয়া ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার।
এই দেখ মুক্তাহার; উরজ-কমল-
যুগ-মাঝারে ইহারে হেরিলে, মনোজ
মজে গো আপনি। এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি। এই যে কঙ্কণ
হীরামণি খচিত, দেখ হে গন্ধবহ।
এই দেখ প্রবাল-কুণ্ডল, বীরমণি;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
পলাশ—রমণী-মনোরমণ ভূষণ।
আর যত আছে মোর কাছে—কব কত?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?

বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে তুমি
কর বাস, স্বর্গের দুর্দ্দশা নাহি জান!
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লণ্ড ভণ্ড করিয়া লুটিছে স্বর্গপুরী
পামর! তোমারে স্মরে দেব পুরন্দর।
প্রেরিয়াছে আমায় হেথায় সুরপতি
লইতে তোমায় ব্রহ্ম-লোকে ত্বরা করি।
চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ!
দৈত্যকুল উজলিয়া, কোন্ মহারথী
সম্মুখ-সমরে বিমুখিলা দেবরাজ
বজ্রী? কহ, কার অস্ত্রে গতি রোধ তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যম? নিরস্তিল কেবা জলনাথ পাশী?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কর?
হায়, কে বিঁধিল, কহ, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক—
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তর মেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার লহরী যাহার
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
সৃষ্টি-অগ্রে একাত্মা যখন সনাতন

অজ, এ ভব-ঈশ্বর তমঃ ছিল তবে
রজনীজনক ; কিন্তু সিসৃক্ষু যৎকালে
সৃজিলা এ সৃষ্টি স্রষ্টা ত্রিমূর্ত্তি হইয়া,
এই মেরু লিখিলেন জগতের সীমা।
ও পাশে বসয়ে তমঃ, মহাদণ্ডধর।
নাহি যান প্রভা দেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি।
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"এ স্থলে বিলম্ব, দেব, উচিত না হয়।
চল ব্রহ্মপুরে, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কি সুখে কহিব আমি, হায়,
সিংহদল অপমান শৃগালের হাতে ?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ—ধ্বংস করি দুরন্ত দানবে।"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন দেব দুই জন
মনোরথগতি। কত দূরে ব্রহ্মপুরী
স্বর্ণময়ী শোভিছে অম্বরে, শোভে যথা
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত
ভাতে সারি সারি শত শত সৌধশিরে

কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পি-প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেবশিল্পি গুণি!
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব পৌলোমীরঞ্জনে
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেবশিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা-বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
আশীষিয়া কহিতে লাগিলা মহোদয়—
"স্বাগত, হে দেবশিল্পি! মরুভূমে যথা
পাইলে সলিল তৃষাকুল-জন সুখী,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডল!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়

বরাঙ্গনা, অতুলা অঙ্গনাকুলে বালা।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদা—ভুবনপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।'"—
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া বাসবে দেব বসিলেন ধ্যানে।
আরম্ভিয়া তপঃ, তপোবলে মহামতি
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম ভূতকুল
ব্রহ্মপুরে। যাহারে স্মরিলা দেববর
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে সতী করিলা বসতি।
আনি দিলা নিজ মাঝা কেশরী সুন্দর।
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; মেখলা তাহাতে
শোভে, যথা ছায়াপথ শোভে গো গগনে !
ঐরাবত-করে গড়িলেন বাহু-যুগ।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি করিবারে বাস
উরস আনন্দ-বনে ; সে সব দেখিয়া,
মেরুশৃঙ্গাকারে গড়িলেন দেবশিল্পী
পীন কুচযুগল। শশাঙ্ক মহামতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক হয়ে ;
কবরী হইতে বরী কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
উষার কপালে জ্বলে যে তারা-রতন
তেজঃপুঞ্জ, তাহারে করিয়া দুইখান
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী

আনি নিজ আঁখি রাখিলেক দেবপদে।
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
বসাইলা যুগল-নয়ন-পদ্মোপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; সে তূণ হইতে বাছি বাছি
খরতর ফুল-শর নয়নে অর্পিলা
দেবশিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন দিয়া
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজ-দুহিতা কুসুম ভূষণে।
মধুদূত কোকিল চাহিল কলরবে
দিতে তারে নিজ রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী।
অমৃত সঞ্চারি তবে দেবশিল্পী দেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে! বিশ্ব পূরিল বিভায়!
হেরিয়া দেবসম্ভবা বামা অনুপমা,
আনন্দসলিলে ভাসিলেন দেবপতি
শচীকান্ত। সুমন্দ মলয়-সমীরণ
নিতান্ত কোমল কান্তি ধরিলা অমনি।
মহানন্দে জলনাথ হইলা নীরব,
যথা হেরি নয়ন-সুভগা শান্তি দেবী
সাগর। মোহিত হয়ে যুবজা-মোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলেন তারে।
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখীবর যথা
শিখিনী কামিনী হেরি বরষার কালে।
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
হাসে যথা মেঘ হেরি কৌমুদীপ্রমদা
শরদে। সাবাসি, ওহে দেবশিল্পি দেব,

ধাতাবরে, দেববর, ধন্য হে তোমারে।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী ;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা যুবতী,
অনুপমা বামাকুলে—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশো অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনাসহ লয়ে মধু—
বঁধু তার। হেরি রূপসীর অপরূপ
রূপমাধুরী, উভয়ে বিহ্বল হইয়া
চাহিবে বরিতে এরে, কাম-মদে মাতি।
এ ববর্ণিনী ধনী-অপাঙ্গ-অনল
জ্বালাইলে কামাগ্নি, দুরন্ত দৈত্যদ্বয়
অবশ্য হইবে ভস্ম দৈত্য-কুল-সহ।
তিল তিল লইয়া গড়িলা এ সুন্দরী
দেবশিল্পী, তেঁই নাম রাখো তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। তবে শচীপতি
লয়ে তিলোত্তমায় বাহির হৈলা সুখে
ব্রহ্মপুরী হতে, যথা সুরাসুর যবে
মথিলা সাগর, জলনিধি বাহিরিলা
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে—
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল গো জননি !
সফল জনম মম তোমার প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব রবে
দীন আমি দেখিনু মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, আগুন-রূপ ধরি
নিদাঘের, নাশে সে আশার ফল ফুল,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি।
ধিক্ সে যাচ্ঞা—ফলবতী নীচ কাছে !
মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে

অদ্যাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট। ভীষণ-মূর্ত্তি ঐরাবত সম।
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে গহন কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে, বিহঙ্গম, পশুকুল
আশু পলাইলা সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজি, পশিল সে বনে—ভয়ঙ্কর!
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
মহারণ্যে, উপাড়ি অগণ্য তরুগণ,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযূথ, মত্ত মদে।
অধীর হইয়া ত্রাসে বিন্ধ্য মহীধর
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে কহিতে লাগিলা কৃতাঞ্জলি-
পুটে ; "কি কারণে, দেব, কোন অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
প্রবঞ্চি বলিরে পাঞ্চজন্য-নিনাদক
বামনরূপী যেরূপ পাঠাইলা তারে
অতল পাতালে, সেইরূপ বুঝি আজি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে মোরে
রসাতলে!" হাসি উত্তরিলা দেবপতি
অসুরারি ;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে

মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজ,
আজি উপকার, গিরি, করিব তোমার,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
এই হেতু আসিয়াছি তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদায় করিয়া বিন্ধ্যাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিতে লাগিলা
বাসব ; "হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি
সমরে ! হে শূরবৃন্দ, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। আজি দৈত্যচয়
অবশ্য হইবে ক্ষয় ঘোরতর রণে।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতিসহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, দলিয়া সকলে পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিক্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, সহসা পূরি আভায় কানন !
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর দল বলী
রোষে ; লোফে শূল শূলী—হায়, ব্যগ্র সবে

মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়ব্যূহ
সে রবের সহ মিশাইলা হেষা রব !
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি
শ্রুতি-বিদারণ, ম্রিয়মাণ নাগকুল।
হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যথা
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেবঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন আজি গো তোমার ?
দেখ চারি দিকে, দৈব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর করবাল আভা—
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থল ;
নহে যজ্ঞধূম ও—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত—যেন অগ্নিশিখাময়
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ—তড়িত-জড়িত।"
আশীষিয়া দেবেশে হাসিয়া দেবঋষি
নারদ উত্তর করিলেন সকৌতুকে।—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কালাগ্নি জ্বালিয়া চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; তব রিপুদ্বয়
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি নিশ্চয় হইবে।"
তবে সুরসেনানী কহিলা মৃদুস্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে

রোধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে এত বলী দিতি-সুত ?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ।—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্য কশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহরূপে, তার কুলে
নিকুম্ভ নামে অসুর—সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্রভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দিলা দরশন।
যথা সরঃসুপ্ত পদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, হেরি বিরিঞ্চিরে দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে ! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"

"তবে যদি"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, তোমার প্রসাদে যেন মোরা
ভ্রাতৃভেদ:ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
যথা নদ, পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যবে
বাহিরায় প্রবাহ হুঙ্কার রব করি
বীরদর্পে, কত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তাব সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ; কিন্তু ত্বরায় মরিবে অমরারি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে বিদায় হইয়া
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে রহিলা দেবেন্দ্র সৈন্য সহ,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
সাবধানে নিবিড় কানন মাঝে পশি,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি, চলিলেন তিলোত্তমা—
অতুলা জগতে ধনী। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
অম্বর-সাগরে স্বর্ণবর্ণ মেঘবর,
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে

কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় বিন্ধ্যমালায় দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তথায় চলিলা তিন জন।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইল বসন্ত জানি—কুসুম-রতনে
সাজিলা উল্লাসে; মহানন্দে পিকদল
আরম্ভিল মদন-কীর্ত্তন কলস্বরে।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে; সুমন্দ মলয়-সমীরণ,
ফুলকুল উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-পতি।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি কহিলা মদন—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন,—
চেয়ে দেখ চারি দিকে; তব আগমনে
কত সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা
নানা আভরণে সাজি হাসিছে কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি অভয়ে, হে সুচারুহাসিনি।
অন্তরীক্ষে তব রক্ষা হেতু (আশা-সেতু
তুমি দেব-কুলের) বসন্ত সহ আমি
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি,
মধুমতি, যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
কভু মলয়সৌরভনিশ্বাসে ; কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
সিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে ত্বরা সরায়ে অলক,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় ধনী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ-কেশরী-সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিল প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তিরে—উল্লাসে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কল কল স্বরে জল ঝরি নিরন্তর
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে

জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শতরঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরাম লাভ লোভে,
রূপের আভায় আলো করিয়া কানন।
ক্ষণ কাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশা। "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদুস্বরে—"কভু কি দেখেছে কারো আঁখি?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব; দেবসেনানী; আর দেবগণ
বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী;
দেবকুল-নারী যত; বিদ্যাধরী-দল;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? আহা মরি, ইচ্ছা করে যেন সদা
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জলতলে দিলা দরশন।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি; সেও শির নমাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"—
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে।

মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসিয়া মন্মথ—
মধু-সহ রতি-বঁধু—আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। ওই যে দেখিছ জলে বামা,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে।
হেরি ও রূপমাধুরি, নারী তুমি যদি
এত বিবশা, রূপসী, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি অসুর!"

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে! কত মহীরুহ,
মোহত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি!
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে।
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি।
কল রবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
লাগিলা ডাকিতে। মহানন্দে বনচর
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-সুশোভিনী,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে?)

হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ হাসে শম্বরারি।—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ-সাগরে আজি মগ্ন দিতিসুত
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখিয়া সম্মুখ-সমরে দেববরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে কেলি করে নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোথায় নাচিছে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের তলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। কোথায় উপড়ি গিরিচূড়া,
হুহুঙ্কারি উড়িছে দানব নভস্তলে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে

কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কুবলয়-দলে কর্ণ তার।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। এ সকল নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে ঘোর সমরে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিলা, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবজ ;
কেহ কহে—দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেবঅস্ত্র ; দেববস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেব কাঞ্চন-কিরীট।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পারে,
কি অমরে কিবা নরে? বোধাগম্য তুমি।
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য আকৃতি।
শত শত বীর—বীতিহোত্র-মূর্ত্তি—বেড়ে
দৈত্যদ্বয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,—
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! কনক-আসনে বসে দোঁহে—
পারিজাত-মালা গলে—মহেন্দ্র-ভূষণে
ভূষিত, মহেন্দ্র-তুল্য রূপে অনুপম।

চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, প্রসন্ন-বদনে প্রশংসি দু-জনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী। জয়, জয়, বীর, বীরচূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে—স্বরীশ্বর আজি
ত্যজি স্বর্ স্বরনাথ ভ্রমিছে একাকী
অনাথ। হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি। হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে।
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
ভেরী, তূরী, দামামা, দুন্দুভি, কাড়া, কাঁসী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা।
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম।
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি তুষি যত দৈত্য কুল পতি
মধুর সম্ভাষে, এবে সিংহাসন ত্যজি
উঠিলা, কুসুমবনে ভ্রমণ-প্রয়াসে—

একপ্রাণ দুই জন—বাগর্থ যেমতি।
"হে দানব" আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিববিভব, শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে।
থর থরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে রমণীরঞ্জন বীরযুগ
ভ্রমে—যথা অশ্বিনী-কুমারযুগ, রূপে
অনুপম; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রামরামানুজ—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে মাতিল মদনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সহসা সুন্দের পানে চাহি

কহে উপসুন্দাসুর—"কি আশ্চয্য, দেখ—
দেখ, ভাই, অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ আজি
বনস্থলী! বসন্ত কি আইল আবার?
আইস দেখি কোন ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" হাসিয়া উত্তরিলা সুন্দাসুর;—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা; তুমি আমি, বলি,
সসাগরা পৃথিবী অমরালয় সহ
ভুজবলে যিনি, রাজা; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনস্থলী ধনী?"
এইরূপে কৌতুকে ভ্রময়ে দুই জন,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনীরূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, যথা পেয়ে দূরে
বকুলের বাস অলি মাতে মধুলোভে।
কুসুম-কুলের মাঝে বসে সকৌতুকে
দেবদূতী, কুসুম-কুল-ঈশ্বরী যেন
নলিনী। কমল-করে আদরে সুন্দরী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
আসি উতরিলা তথা—পরম সুন্দর।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরবরে ধনী বিস্ময় মানিয়া
বিশ্বরমা একদৃষ্টে লাগিলা চাহিতে,

চাহে যথা সূর্য্যমুখী তপনের পানে।
"দেখ, ভাই কি আশ্চর্য্য ?" কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই কুসুম-মাঝারে।
দাবানলে উজ্জ্বল বুঝি এ বনস্থলী
আজি ; কিম্বা ভগবতী সতী আবির্ভূতা
হেথা। চল, যাই ত্বরা, পূজি পা দুখানি।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইল সকাশে
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদুস্বরে ঋতুবর লাগিলা কহিতে ;—
"হান তব ফুল-শর ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে পাইলে নিষাদ
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি
শর বৃষ্টি করি দোঁহে অস্থির করিলা,
যথা মেঘ আড়ালে লুকায়ে মেঘনাদ
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।
ফুল-শরে জর জর, উভয়ে ধরিল
রূপসীরে। মেঘময় হইল আকাশ
সহসা। শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে।
দূরে ঘোর নির্ঘোষে ঘোষিল কাল মেঘ।
কাঁপিল বসুধা। দৈত্যকুলরাজলক্ষ্মী
আকুলা পূরিলা দেশ হাহাকার রবে।
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সমুখে
এখনি ! আমার নারী গুরু জন তব ;
অতএব শীঘ্র তুমি ছাড়ি দেহ এরে।"

যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্মআচারি
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"
"কি কহিলি, পামর ? অধর্ম্মাচারী আমি ?
কুলাঙ্গার ? ধিক্, শত ধিক্, পাপীয়ান্
তোরে। শৃগালের আশা কেশরি-কামিনী
সঙ্গে কেলি করিবার—ওরে রে বর্ব্বর।"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর। তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
যুঝয়ে মাতঙ্গ-দ্বয় গহন কাননে
রোষাবেশে, যুঝিলা অবোধ দৈত্যপতি
উভয়, ভুলিয়া, হায়, পূর্ব্ব কথা যত।
তমঃ সম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
শোণিতে তিতিয়া ক্ষিতি ঘোরতর রণে,
কাতর হইয়া শেষে পড়িলা ভূতলে।

কতক্ষণে চেতন পাইয়া সুন্দাসুর
সুরারি কহিল উপসুন্দ পানে চাহি ;
"হায়, ভাই, কি কর্ম্ম করিনু মোরা আজি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এ দুষ্টা রমণী নষ্ট করিলা সে সব !
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।

কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল অন্তরে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু দুজনে
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া সুন্দাসুর মহামতি
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ত্যজে কলেবর
অমরারি, যথা, হায়, গান্ধারীনন্দন,
নবশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিল রাজহাতে।
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিল ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানবকুলের মান তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, তোমার অনুজ আমি ডাকি
পসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
এ দাস ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজিৎ,
লয়ে এ বারারে, ভাই, কেলি কর উঠি।"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দাসুর
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
মহাবীর। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি নিনাদিলা মীনকেতু।
লইয়া সে জয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারঙ্গে। পর্ব্বতকন্দর, তুঙ্গ শৃঙ্গে
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্য বনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা

নিরাকারা দূতী। "উঠ," কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে ত্রিদিবঈশ্বর!
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি ইরম্মদ-রূপে উঠয়ে নিমিষে
গর্জ্জি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে। রতনে খচিত
বলি বীরবলে ধরি করে, চিত্ররথ
রথী উন্মীলিলা দেবকেতন কৌতুকে।
শোভিল সে কেতু, ধূমকেতু শোভে যথা
তারাশির—তেজে ভস্ম করি সুররিপু।
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা শমন
হরষে; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী; চলিলা পাশী, অলকার নাথ
গদাপাণি; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি।
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
মহাত্রাসে হতাশ কেহ বা, কেহ যুঝি,—
মরিল সমরে। ক্ষণকালে নদনদী
প্রস্রবণ রক্তময় হইয়া বহিল।

শৈলাকার শবরাশি পরশে গগন।
শকুনি গৃধিনী যত বিকট মূরতি—
ঝাঁকে ঝাঁকে আইল উড়ি আকাশ যুড়িয়া
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
লাগিলা দহিতে শত শত দৈত্যপুরী।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দল
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি। বিধির এ লীলা।
বিলাপী বিলাপধ্বনি—জয়ী জয়নাদ
মিশিয়া, পূরিল এবে আকাশমণ্ডল।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ বলী
প্রভঞ্জন;—কত যে কাটিলা তীক্ষ্ণ শরে
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী;—কে পারে বর্ণিতে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। অমনি নিরস্ত হয়ে রণে
দেব-সেনা, আসিয়া বেড়িলা দেবরাজে।
কহিলেন সুনাসীর গভীর বচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র-দল,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।

বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে
অসুবারি। বজ্র-অগ্নি অবহেলা করি,
জিনিল যে আমায় আপন বাহু-বলে,
কেমনে তাহার দেহ দিব আমি আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীর রিপু পূজিতে বিরত কভু নহে।"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দউপসুন্দাসুর মহিষী রূপসী
দোঁহে, গেলা ব্রহ্মলোকে পতি সহ সতী।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি। দলি দানবেন্দ্র তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, করিনু আবার স্বর্গলাভ।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চির দিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে দেব পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ

সর্গ	পংক্তি	দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
১	১	হিমাচলশিরে—	হিমাদ্রির শিরে—
	৫২৪	মদন-তূণ,	মদন-তূর্ণ,
২	৬৬	চন্দ্রলোক,	চন্দ্রলোকে,
	৭০	আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কৃশোদর	আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
	৭৬	পিককুল রব,	পিককুল ধ্বনি,
	৭৯	ছায়াসুন্দরী,	সুন্দরী ছায়া,
	৮০	নলিনী সুখিনী সুখে	নলিনীর সুখ দেখি
	১২৪	ব্রহ্মলোকে রথ।	রথ ব্রহ্মলোকে।
	১৪৯	আদেশেন ধাতা,	আদেশন ধাতা,
	১৬৮-১৬৯	(মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা সম্ভবয়ে)	(মহতের সাথে যদি নীচের তুলন পারি দিতে)
	২৮১	সিংহেরে	সিংহের
৪	২৭১	ভুবন-মোহিনি	ভুবন-মোহনি
	৩৫৪	বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে,	বীর-বীর্যে, পূর্ণ সবে,
	৫৬২	দৈত্যদেশে	দৈত্যদেশ

শুদ্ধিপত্র

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	১৯৪	পাশরিতে	পাসরিতে
৪১	৩৭৩	(বীর কম্বু-নাদে যথা)	(বীর-কম্বু নাদে যথা)
৭৫	৩৬	ফাল্গুনীর	ফাল্গুনির
১৫০	৭	হীরণ্ময়,	হিরণ্ময়,

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

সর্গ পংক্তি

১: ২ দেব-আত্মা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—'কুমারসম্ভব।'

১৮ মণিকুন্তলা—মণি শিরে যাহার ; কুন্তল এখানে শিব অর্থে।

১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।

২৫ সর্ব্বনাশকারী—লয়ের দেবতা মহাদেব।

৩৬ শেষের—শেষ নাগের, অনন্ত নাগের।

৪০ স্থাণুর—শিবের।

১০৪ নগদল—হস্তিসমূহ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ; নগজদল শুদ্ধ।

১০৬ মৃগাদন—ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়ে বাঘ।

১১৩ জীবনতরঙ্গ—জলের ঢেউ।

১৪৪ পক্ষরাজ—পক্ষিরাজ।

১৯৮ রজঃকান্তি—রজতকান্তি ; রজত অর্থে রজঃ মধুসূদন বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন।

২০০ বিশদবসনা—শুভ্রবসনা।

৩২৩ রঞ্জনের—রক্ত চন্দনের।

৩৩৩ প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩৪৫ রতিপতি ধনুকের—রতিপতি-ধনুকের।

৩৮৫ কন্দলী—কদলী অথবা ছত্রক-বিশেষ।

৪৭১ শোভাঞ্জন—সজিনা গাছ।

৫২৬ নবীনা মালিকা—নবমল্লিকা।

৫২৮ গন্ধ-মাদন—গন্ধমাদন পর্ব্বত ; অথবা গন্ধবিশিষ্ট কীটবিশেষ।

২: ৪৯ কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা—"কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা" সঙ্গত।

১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার তেজে।

১১৭ বিভাসে—বিভায় ; এরূপ প্রয়োগ ২য় সর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে।

সর্গ পংক্তি

২ : ১৫৮ গরুত্মন্ত-কুলপতি—পক্ষি-কুলপতি।
২৫৩ প্রতিসরে—বৃত্তাকারে, মালার ছড়ার মত।
৫১৫ চতুস্কন্ধ—চতুরঙ্গ, সৈন্য ; ১ম সংস্করণে "চতুরঙ্গ" ছিল।
৫৪৫ সেনা—দেবসেনা, কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।

৩ : ১ তুরাসাহ—ইন্দ্র।
২ প্রচেতাঃ—বরুণ।
৩১ রম-উরসে—রমণীর বক্ষে।
৩৫ সদানন্দ সম—মহাদেবের মত।
৪৪ অন্তবিত—অন্তর্নিহিত।
৪৯ অশনায়—ক্ষুধায়।
৫২ পরমত্তকারী—প্রমত্তকারী।
৬০ ব্রহ্মার নিসর্গধারী—ব্রহ্মার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়।
২২০ ধায়ে—ধাইয়া।
২৬১ কৃত্তিকাকুলবল্লভ—"বল্লভ" সন্তান অর্থে, কৃত্তিকাকুলবল্লভ—কার্ত্তিকেয়।
২৭৭ বসু-পূর্ণাগার—ধনপূর্ণাগার।
২৭৯ মদন—বিভ্রমকারী।
৪৩৬ পুটে—পুটপাকে।
৪৭২ শ্বসন—বায়ু।
৬০০ পুষ্পলাবী—পুষ্পচয়নকারিণী, মালিনী।
৬০৪ রাগিলা—রঞ্জিত করিল।

৪ : ৪ জগদম্বে—জগন্মাতা, সরস্বতী অর্থে (সম্বোধনে)।
৯৭ দীদিবি—দীপ্তিসম্পন্ন।
৩৭০ স্বর—স্বর্গ।
৪০৭-৮ মধুমতী পুরী—মৌচাক।
৫৮৮ সুনাসীর—ইন্দ্র।
৬০৯ শুচি—অগ্নি।